বাংলাদেশে শহরকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ঋন কার্যক্রমে বিশ্ব ব্যাংকের অতিরিক্ত ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান

ওয়াশিংটন, ৩১ শে মে, ২০০৭- দেশের রাজধানী ঢাকার কিছু সড়কে অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করার ফলে যে সকল রিকশাচালক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তাদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে গৃহীত পরিকল্পনায় বাংলাদেশ সরকারকে আরও অতিরিক্ত ১৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থ প্রদান করার বিষয়টি বিশ্ব ব্যাংক বোর্ড আজ অনুমোদন করেছে।

এই অতিরিক্ত অর্থায়ন ২০০1 সালের জানুয়ারী মাসে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রকল্পে, শহুরে দরিদ্রদের প্রায় সেবা বঞ্চিত একটি অংশের (দরিদ্র রিকশা চালক) কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এবং প্রকল্পটির শহর কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ঋন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খরচের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এই অর্থ সহায়তা পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনকে (পিকেএসএফ) বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য অনুদান আকারে প্রদান করবে যাতে করে প্রকল্পটির প্রভাব এবং উন্নয়ন কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট এবং প্রকল্পটির টীম লিডার জনাব শামসুদ্দীন আহমেদ বলেন- "এই অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রকল্পটির উচ্চ সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। এটি ইতিমধ্যেই ৩৩৫,০০০ শহুরে দরিদ্রসহ মোট ৩.৫ মিলিয়ন ঋন গ্রাহক সৃষ্টি করেছে।" তিনি আরও বলেন- "অযান্ত্রিক যানবাহন নিষিদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রিকশা চালকদের এই ক্ষুদ্র অর্থ সহায়তা সেবা প্রদানের ফলে তারা এবং তাদের পরিবারবর্গ নিজ নিজ জীবিকা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে।"

এই প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪০,৫০০ জন দরিদ্র রিকশা মালিক, তা দের পরিবারবর্গ ও যে সমস্ত চালক নতুন পেশার কারণে রিকশা চালানো ছেড়ে দেবে এবং তারাসহ অন্যান্য দরিদ্র ও দুঃস্থ গ্রুপসমূহ ক্ষুদ্র ঋন সহায়তা পাবে। অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করার বিষয়টি ঢাকার অন্যান্য সড়কে সম্প্রসারিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত অযান্ত্রিক যানবাহন চালকগণও এই কর্মসূচীর আওতায় আসবে। সরাসরি ক্ষুদ্র ঋন সহায়তা ছাড়াও গ্রাহকগণ তাদের পেশা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী দক্ষতার প্রশিক্ষণ পাবেন।

বিশ্ব ব্যাংকের বিশেষ অঙ্গ সংগঠন আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আই ডি এ) প্রদত্ত এই ঋন ৪০ বছরে পূর্ণতা পাবে, যেখানে ১০ বছরের বর্ধিত সময়ের সুযোগ থাকবে এবং ঋনটির সার্ভিস চার্জ মাত্র ০.৭৫ শতাংশ।